অরূপরতন

(পুনর্লিখিত)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

অরূপরতন

প্রথম সংস্করণ ... ১৩২৬, মাঘ
পুনর্লিখিত সংস্করণ ... ১৩৪২, কার্ত্তিক

মূল্য—

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্ব্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না ;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাট্য-রূপকটি "রাজা" নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।

কার্ত্তিক, ১৩৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অরূপরতন

প্রস্তাবনা

গান

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে
দলে দলে গো ॥
দেখবে ব'লে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো ॥
আমায় তোরা ডাকিস না রে,
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপ রসের পারাবারে।
উদাস হাওয়া লাগে পালে,
পারের পানে যাবার কালে
চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাব
অকূল সুধা-সাগর তলে ॥

১

প্রাসাদ-কুঞ্জ

সুরঙ্গমা। প্রভু একটা কথা আছে।

নেপথ্যে। কী বলো।

সুরঙ্গমা। রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়, তাকে কি দয়া করবে না?

নেপথ্যে। সে কি আমাকে চেনে?

সুরঙ্গমা। না প্রভু, সে তোমাকে চিনতে চায়। তুমি তাকে নিজেই চিনিয়ে দেবে, নইলে তার সাধ্য কী।

নেপথ্যে। অনেক বাধা আছে।

সুরঙ্গমা। তাই তো তাকে কৃপা করতে হবে।

নেপথ্যে। বহু দুঃখে যে আবরণ দূর হয়।

সুরঙ্গমা। সেই দুঃখই তাকে দিয়ো, তাকে দিয়ো।

নেপথ্যে। আমার নাম নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহঙ্কারে সে আমাকে চায়।

সুরঙ্গমা। এই সুযোগে তার অহঙ্কার দাও ভেঙে। সকলের নিচে নামিয়ে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে এসো তাকে।

নেপথ্যে। সুদর্শনাকে বোলো, আমি তাকে গ্রহণ করব অন্ধকারে।

সুরঙ্গমা। বাঁশি বাজবে না, আলো জ্বলবে না, সমারোহ হবে না?

নেপথ্যে। না।

সুরঙ্গমা। বরণ-ডালায় সে কি ফুলের মালা তোমাকে দেবে না?

নেপথ্যে। সে ফুল এখনো ফোটেনি।

সুরঙ্গমা। সে-ই ভালো মহারাজ। অন্ধকারেই বীজ থাকে, অঙ্কুরিত হোলে আপনিই আসে আলোয়।

(বাহির হতে আহ্বান—"সুরঙ্গমা !")

সুরঙ্গমা। ঐ আসছেন রাজকুমারী সুদর্শনা।

(সুদর্শনার প্রবেশ)

সুদর্শনা। তোমার এখানে আকাশে যেন অর্ঘ্য সাজানো, যেন শিশির-ধোওয়া সকালবেলার স্পর্শ। তুমি এখানকার বাতাসে কী ছিটিয়ে দিয়েছ বলো দেখি।

সুরঙ্গমা। সুর ছিটিয়েছি।

সুদর্শনা। আমাকে সেই রাজাধিরাজের কথা বলো সুরঙ্গমা, আমি শুনি।

সুরঙ্গমা। মুখের কথায় ব'লে উঠতে পারিনে।

সুদর্শনা। বলো, তিনি কি খুব সুন্দর ?

সুরঙ্গমা। সুন্দর ? একদিন সুন্দরকে নিয়ে খেলতে গিয়েছিলুম, খেলা ভাঙল যেদিন, বুক ফেটে গেল, সেই দিন বুঝলুম সুন্দর কাকে বলে। একদিন তাকে ভয়ঙ্কর ব'লে ভয় পেয়েছি, আজ তাকে ভয়ঙ্কর ব'লে আনন্দ করি—তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দুঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি—তুমি আনন্দ।

গান

আমি যখন ছিলেম অন্ধ,

সুখের খেলায় বেলা গেছে পাইনি তো আনন্দ ॥

খেলা ঘরের দেয়াল গেঁথে
খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,
ভিৎ ভেঙে যেই আসলে ঘরে
ঘুচল আমার বন্ধ,
সুখের খেলা আর রোচে না
পেয়েছি আনন্দ ॥
ভীষণ আমার, রুদ্র আমার,
নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার,
উগ্র ব্যথায় নূতন ক'রে
বাঁধলে আমার ছন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
সব-কিছু মোর নিলে এসে,
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব,
দুঃখ সুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ ॥

সুদর্শনা। প্রথমটা তুমি তাঁকে চিন্‌তে পারোনি?

সুরঙ্গমা। না।

সুদর্শনা। কিন্তু দেখো, তাঁকে চিন্‌তে আমার একটুও দেরি হবে না। আমার কাছে তিনি সুন্দর হয়ে দেখা দেবেন।

সুরঙ্গমা। তার আগে একটা কথা তোমাকে মেনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। নেব, আমার কিছুতে দ্বিধা নেই।

সুরঙ্গমা। তিনি বলেছেন, অন্ধকারেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

সুদর্শনা। চিরদিন ?

সুরঙ্গমা। সে কথা বলতে পারিনে।

সুদর্শনা। আচ্ছা, আমি সবই মেনে নিচ্চি। কিন্তু আমার কাছে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। দিন যদি স্থির হয়ে থাকে সবাইকে তো জানাতে হবে।

সুরঙ্গমা। জানিয়ে কী করবে! সে অন্ধকারে সকলের তো স্থান নেই।

সুদর্শনা। আমি রাজাধিরাজকে লাভ করেছি সে কথা কাউকে জানাতে পারব না ?

সুরঙ্গমা। জানাতে পারো কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না।

সুদর্শনা। এত বড়ো কথাটা বিশ্বাস করবে না, সে কি হয় ?

সুরঙ্গমা। লোক ডেকে প্রমাণ দিতে পারবে না যে।

সুদর্শনা। পারবই, নিশ্চয় পারব।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা চেষ্টা দেখো।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তোমার মতো আমি অত বেশি নম্র নই, আমি শক্ত আছি। সকলের কাছে তিনি আমাকে স্বীকার ক'রে নেবেন—এ তিনি এড়াতে পারবেন না।

সুরঙ্গমা। সে-কথা আজকে ভাববার দরকার নেই রাজকুমারী, তুমি নিজে তাকে সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে নিয়ো, তাহোলেই সব সহজ হবে।

সুদর্শনা। ওকথা কেন বলছ ? আমি তো সেই জন্যেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। আর কিন্তু বিলম্ব কোরো না।

সুরঙ্গমা। তাঁর দিকে সমস্তই প্রস্তুত হয়েই আছে। আজ আমরা তবে বিদায় হই।

সুদর্শনা। কোথায় যাচ্চ ?

সুরঙ্গমা। বসন্ত-উৎসব কাছে এল, তার আয়োজন করতে হবে।

সুদর্শনা। কী রকমের আয়োজনটা হওয়া চাই ?

সুরঙ্গমা। মাধবীকুঞ্জকে তো তাড়া দিতে হয় না। আমের বনেও মুকুল আপনি ধরে। আমাদের মানুষের শক্তিতে যার যেটা দেবার সেটা সহজে প্রকাশ হোতে চায় না। কিন্তু সেদিন সেটা আবৃত থাকলে চলবে না। কেউ দেবে গান, কেউ দেবে নাচ।

সুদর্শনা। আমি সেদিন কী দেব, সুরঙ্গমা ?

সুরঙ্গমা। সে কথা তুমিই বলতে পারো।

সুদর্শনা। আমি নিজ হাতে মালা গেঁথে সুন্দরকে অর্ঘ্য পাঠাব।

সুরঙ্গমা। সে-ই ভালো।

সুদর্শনা। তাঁকে দেখব কী ক'রে ?

সুরঙ্গমা। সে তিনিই জানেন।

সুদর্শনা। আমাকে কোথায় যেতে হবে ?

সুরঙ্গমা। কোথাও না, এইখানেই।

সুদর্শনা। কী বলো সুরঙ্গমা, অন্ধকারের সভা এইখানেই ? যেখানে চিরদিন আছি এইখানেই ? সাজতে হবে না ?

সুরঙ্গমা। নাইবা সাজ্‌লে। একদিন তিনিই সাজাবেন যে-সাজে তোমাকে মানায়।

গান

প্রভু, বলো বলো কবে
তোমার পথের ধূলার রঙে রঙে
আঁচল রঙীন হবে।

তোমার বনের রাঙা ধূলি
ফুটায় পূজার কুসুমগুলি,
সেই ধূলি হায় কখন আমায়
আপন করি' লবে ॥
প্রণাম দিতে চরণতলে
ধূলার কাঙাল যাত্রীদলে
চলে যারা, আপন ব'লে
চিনবে আমায় সবে ॥

সুদর্শনা। আমার তো আর একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করছে না।

সুরঙ্গমা। কোরো না দেরি—তাঁকে ডাকো, এইখানেই দয়া করবেন;

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমি তো মনে করি যে ডাকছি, সাড়া পাইনে। বোধ হয় ডাকতে জানিনে। তুমি আমার হয়ে ডাকো না—তোমার কণ্ঠ তিনি চেনেন।

(সুরঙ্গমার গান)

খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও
এসো দুই বাহু বাড়ায়ে ॥
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,

আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে ॥
ভরি' ল'য়ে ঝারি এনেছি তো বারি
সেজেছি তো শুচি দুকূলে,
বেঁধেছি তো চুল, তুলেছি তো ফুল
গেঁথেছি তো মালা মুকুলে।
ধেনু এল গোঠে ফিরে
পাখীরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে ॥

(ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল)

সুদর্শনা। অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্চিনে। তুমি কি এর মধ্যে আছ ?

নেপথ্যে। এই তো আমি আছি।

সুদর্শনা। আমি তোমাকে বরণ করব, সে কি না-দেখেই ?

নেপথ্যে। চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে—অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ ক'রে।

সুদর্শনা। ভয়ে যে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠছে।

নেপথ্যে। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে রস নিবিড় হয় না।

সুদর্শনা। এই অন্ধকারে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্চ ?

নেপথ্যে। হাঁ পাচ্চি।

সুদর্শনা। কী রকম দেখছ ?

নেপথ্যে। আমি দেখতে পাচ্চি, তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগযুগান্তরের ধ্যান, লোক-লোকান্তরের আলোক, বহু শত শরৎ-বসন্তের ফুল ফল। তুমি বহু পুরাতনের নূতনরূপ।

সুদর্শনা। বলো বলো এমনি ক'রে বলো। মনে হচ্চে যেন অনাদিকালের গান জন্ম-জন্মান্তর থেকে শুনে আসছি। কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘুমের মতো, মূর্চ্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিল হবে কেমন ক'রে ? না, না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব—সেইখানেই যে আমি আছি।

নেপথ্যে। আচ্ছা দেখো। তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব, ভুল হবে না।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা কোরো। সুরঙ্গমা !

সুরঙ্গমা। কী প্রভু !

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসব তো এল।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে ?

নেপথ্যে। আজ তোমার কাজের দিন নয়, সাজের দিন। পুষ্পবনের আনন্দে মিলিয়ে দিয়ো প্রাণের আনন্দ।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু।

নেপথ্যে। সুদর্শনা আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন ?

নেপথ্যে। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, পুষ্পকেশরের ফাগ উড়বে, আলোয় ছায়ায় হবে গলাগলি সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। চোখে ধাঁধা লাগবে না?

নেপথ্যে। সুদর্শনার কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিষ তো পথে ঘাটে ছড়াছড়ি। তুমি যে কৌতূহলের অতীত।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায়রে উড়ে, হায়রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়॥
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি,
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে পরবে ফাঁসি,
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরে' মরা হেথা হোথায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখী বনে পালায়॥
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়-দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির বসন্ত-যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তারে বাহিরে খুঁজি' ফিরিছ বুঝি পাগল প্রায়,
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখী বনে পালায়॥

[উভয়ের প্রস্থান

২

উৎসব-ক্ষেত্র

(বিদেশী পথিকদল ও প্রহরীর প্রবেশ)

বিরাজদত্ত। ওগো মহাশয়!

প্রহরী। কেন গো?

ভদ্রসেন। রাস্তা কোথায়? এখানে রাজাও দেখিনে, রাস্তাও দেখিনে। আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা ব'লে দাও!

প্রহরী। কিসের রাস্তা?

মাধব। ঐ যে শুনেছি আজ অধরা-রাজার দেশে উৎসব হবে। কোন্ দিক্ দিয়ে যাওয়া যাবে?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছবে। সাম্‌নে চলে যাও।

বিরাজদত্ত। শোনো একবার কথা শোনো! বলে, সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী?

মাধব। তা ভাই রাগ করিস্ কেন? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা! আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়—বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁধা। আমাদের রাজা বলে, খোলা রাস্তা না-থাকাই ভালো—রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এদেশে উল্টো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আস্‌তেও কেউ মানা করে না—তবু মানুষও তো ঢের দেখছি—এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, তোমার ঐ একটা বড়ো দোষ।

মাধব। কী দোষ দেখ্‌লে?

বিরাজদত্ত। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে করো। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হোলো? বলো তো ভাই ভদ্রসেন, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো!

ভদ্রসেন। ভাই বিরাজদত্ত, বরাবরই তো দেখে আস্‌চি মাধবের ঐ এক রকম ত্যাড়া বুদ্ধি। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন—রাজার কানে যদি যায় তাহোলে ম'লে ওকে শ্মশানে ফেলবার লোক পাবেন না।

বিরাজদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে শুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা-ঘিন্‌ঘিন্ করচে। কে আস্‌ছে কে যাচ্চে তার কোনো ঠিকঠিকানাই নেই—রাম রাম!

ভদ্রসেন। সেও তো ঐ মাধবের পরামর্শ শুনেই এসেচি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জানো—কত বড়ো মহাত্মা লোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলেনি। মৃত্যুর পর কথা উঠ্‌ল, ঐ উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়—সে এক বিষম মুস্কিল—শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ঐ চার নয় উনপঞ্চাশকে উল্টে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই ক'রে দাও—তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হোত। বাবা, এত আঁটা-আঁটি! একি যে-সে দেশ পেয়েছ!

বিরাজদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাব্‌তে হবে একি কম কথা!

ভদ্রসেন। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু মাধব বলে কিনা, খোলা রাস্তাই ভালো!

[সকলের প্রস্থান

(সদলে ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা। ওরে দক্ষিণে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে—হার মানলে চলবে না—আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

(মেয়ের দলের প্রবেশ)

১মা। ঠাকুর্দ্দা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উৎসবটা হচ্ছে কোথায়?

ঠাকুর্দ্দা। যেদিকে চাইবে সেইদিকেই।

১মা। এ'কেই বলে তোমাদের রাজাধিরাজের উৎসব!

ঠাকুর্দ্দা। আমরা তো তাই বলি।

২য়া। আমাদের দেশের সব চেয়ে ক্ষুদে সামন্তরাজও এর চেয়ে ঘটা ক'রে পথে বেরয়।

ঠাকুর্দ্দা। নিজেকে না চেনাতে পারলে তারা যে বঞ্চিত।

৩য়া। আর তোমরা যে কোন্ না-দেখা রাজার কথা বলছ?

ঠাকুর্দ্দা। তাঁকে না চিন্‌তে পারলে আমরাই বঞ্চিত।

১মা। চেনবার উপায়টা কী করেছ?

ঠাকুর্দ্দা। তাঁর সঙ্গে সুর মেলাচ্ছি। এই যে দখিন হাওয়া দিয়েছে, আমের বোল ধরেছে, সমান সুরে সাড়া দিতে পারলে ভিতরে ভিতরে জানাজানি হয়।

২য়া। তোমাদের কর্ত্তারা ঢাকঢোলের বায়না দেননি বুঝি? তোমাদের উপরেই সব বরাৎ?

ঠাকুর্দ্দা। তা নয় তো কী। ভাড়া ক'রে সমারোহ? তোমরা আমরা আছি কী করতে? ওরে তোরা ধর্ না ভাই গান!

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
নব শ্যামল শোভন রথে
এসো বকুল-বিছানো পথে,
এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো।
এসো ঘনপল্লবপুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
এসো বনমল্লিকাকুঞ্জে
এসো হে, এসো হে, এসো হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এসো পাগল হাওয়ার দেশে,

তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এসো হে, এসো হে, এসো হে, আমার
বসন্ত এসো ॥

[মেয়েদের প্রস্থান

পূর্ব দুয়ারটা হোলো। এবার চলো পশ্চিম দুয়ারটার দিকে।

(দেশী পথিকদলের প্রবেশ)

কৌণ্ডিল্য। ঠাকুর্দ্দা, এই প্রাচীন বয়সে ছেলের দলকে নিয়ে মেতে বেড়াচ্চ যে ?

ঠাকুরদাদা। নবীনকে ডাক দিতে বেরিয়েছি।

জনার্দ্দন। সেটা কি তোমাকে শোভা পায় ?

ঠাকুরদাদা। ওবে পাকা পাতা-ই তো ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।

গান

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক্ দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।

কৌণ্ডিল্য। ডাক দিয়েছ সে তো দেখ্‌তে পাচ্চি, পাড়া অস্থির ক'রে তুলেছ। কিন্তু এর দরকার ছিল কি !

ঠাকুরদাদা। আমারই নবীন বয়সকে ওদের মধ্যে খুঁজে পাচ্চি— বুড়োটা ঢাকা পড়ে গেল।

গান

তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,

নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফোটে তাই ভারে ভারে ॥

কৌণ্ডিল্য। তা তুমি নতুন হয়েই রইলে সে কথা সত্যি, বুড়ো হবার সময় পেলে না।

ঠাকুরদাদা। নিজে নতুন না হোলে সেই নতুনকে যে পাইনে।

গান

ওগো আমার নিত্য নূতন দাঁড়াও হেসে
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরাল,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে ॥

কৌণ্ডিল্য। রাখো দাদা, তোমার গান রাখো। আজকের দিনে একটা কথা মনে বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদাদা। কী বলো দেখি?

কৌণ্ডিল্য। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে সবই দেখছি ভালো কিন্তু রাজা দেখিনে কেন—কাউকে জবাব দিতে পারিনে। এখানে ঐটে বড়ো একটা ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদাদা। ফাঁকা! আমাদের এই দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না ব'লেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—

তাকে বলো ফাঁকা। সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা ক'রে দিয়েছে।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কী স্বত্বে॥
আমরা যা খুসি তাই করি
তবু তাঁর খুসিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার
ত্রাসের দাসত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কী স্বত্বে॥
রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো ক'রে রাখেনি কেউ
কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কী স্বত্বে।
আমরা চল্‌ব আপন মতে
শেষে মিল্‌ব তাঁরি পথে,

মোরা মরব না কেউ বিফলতার
বিষম আবর্ত্তে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিল্‌ব কী স্বত্বে ?

কুম্ভ। কিন্তু দাদা, যা বলো তাঁকে দেখতে পায় না ব'লে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুসি বলে. সেইটে অসহ্য হয়।

জনার্দ্দন। এই দেখো না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবার নেই।

ঠাকুরদাদা। ওর মানে আছে ; প্রজার মধ্যে যে-রাজাটুকু মিশিয়ে আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তাকে ছাড়িয়ে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্য্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্য্যে ফুঁ দিলে সূর্য্য অম্লান হয়েই থাকেন।

[সকলের প্রস্থান

(বিদেশীদলের পুনঃপ্রবেশ)

বিরাজদত্ত। দেখো ভাই ভদ্রসেন, আসল কথাটা হচ্চে, এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

ভদ্রসেন। আমারো তো তাই মনে হয়েছে। সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হীহী ক'রে কাঁপতে থাকে, আর এখানে রাজাকে খুঁজেও মেলে না ! কিছু না হোক্, মাঝে মাঝে বিনা কারণে এক-একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তাহোলেও বুঝি রাজার মতো রাজা আছে বটে !

মাধব। কিন্তু এ রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাক্‌লে তো এমন হয় না!

বিরাজদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস ক'রে এই বুদ্ধি হোলো তোমার? নিয়মই যদি থাক্‌বে তাহোলে রাজা থাকবার আর দরকার কী?

মাধব। এই দেখো না, আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে—রাজা না থাক্‌লে এরা এমন ক'রে মিলতেই পারত না।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্চ। একটা নিয়ম আছে—সেটা তো দেখ্‌ছি, উৎসব হচ্চে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, সেখানে তো কোনো গোল বাধ্‌ছে না—কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখ্‌লে কোথায়, সেইটে বলো!

মাধব। আমার কথাটা হচ্চে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জানো যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্ত্তন—কিন্তু এখানে দেখো—

ভদ্রসেন। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা! তুমি বিরাজদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও না হে—হাঁ, কি, না? রাজাকে দেখেছ, কি, দেখোনি?

বিরাজদত্ত। রেখে দাও ভাই ভদ্রসেন, ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্য্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠ্‌ছে। বিনা চক্ষেও যখন দেখ্‌তে সুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অন্নে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আস্‌তে পারে।

[সকলের প্রস্থান

(বাউলের প্রবেশ)

গান

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়ন-তারায় আলোক ধারায়,
তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে॥
আমি তার মুখের কথা
শুনব ব'লে গেলাম কোথা,
শোনা হোলো না, হোলো না,
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে॥
কে তোরা খুঁজিস্ তারে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না মেলে না,—
ও তোরা আয়রে ধেয়ে দেখ্‌রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্‌রে আমার দুই নয়ানে॥

[প্রস্থান

(একদল পদাতিক ও দেশী পথিকের প্রবেশ)

১ম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও। তফাৎ যাও!

কৌণ্ডিল্য। ইস্, তাই তো! মস্তলোক বটে। লম্বা পা ফেলে চলছেন। কেন রে বাপু, সরব কেন? আমরা সব পথের কুকুর না কি?

২য় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

জনার্দ্দন। রাজা? কোথাকার রাজা?

১ম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

কুম্ভ। লোকটা পাগল হোলো নাকি? আমাদের এই অবাক দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় করে বেরয়?

২য় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

জনার্দ্দন। সত্যি না কি ভাই?

২য় পদাতিক। ঐ দেখো না নিশেন উড়ছে।

কৌণ্ডিল্য। তাইতো রে, ওটা নিশেনই তো বটে!

২য় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে, দেখছ না?

কুম্ভ। ওরে কিংশুক ফুলই তো বটে, মিথ্যে বলেনি—একেবারে টকটক্ করছে।

১ম পদাতিক। তবে। কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হোলো না!

জনার্দ্দন। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ঐ কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলিনি।

১ম পদাতিক। ওটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি!

২য় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

কৌণ্ডিল্য। কেউ না, কেউ না! আমাদের গ্রামের যে মোড়ল, ও তার খুড়শ্বশুর—অন্য পাড়ায় বাড়ি।

২য় পদাতিক। হাঁ হাঁ খুড়শ্বশুর গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাৎ খুড়-শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এই রকম হয়েছে! এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরল, নামের গোড়ায় তিনশো পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটতে পিটতে সহর ঘুরে বেড়ালো—আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হোলো। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলুক চায় সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্যস্পর্শ কিছুই তো বাধত না!

২য় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও!

কুম্ভ। না বাবা, রাগ কোরো না। আমি নাকে খৎ দিচ্ছি—যতদূর সরতে বলো তত দূরই সরে দাঁড়াব।

২য় পদাতিক। আচ্ছা, বেশ এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন ব'লে—আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি।

[পদাতিকদের প্রস্থান

জনার্দন। কুম্ভ, তোমার ঐ মুখের দোষেই তুমি মরবে!

কুম্ভ। না ভাই জনার্দন, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরল একটি কথাও কইনি—অত্যন্ত ভালো-

মানুষের মতো নিজের সর্ব্বনাশ করেছি—আর এবার হয়তো বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

জনার্দ্দন। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হোক মিথ্যে হোক, মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব! অন্ধকারে ঢেলা মারা—যত বেশি মারবে একটা না একটা লেগে যাবে। আমি তাই একধার থেকে গড় ক'রে যাই—সত্যি হোলে লাভ, মিথ্যে হোলেই বা লোকসান কী।

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাৎ ঢেলা হোলে ভাবনা ছিল না—দামী জিনিষ—বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হোতে হয়।

কৌণ্ডিল্য। ঐ যে আসছেন রাজা। আহা রাজার মতো রাজা বটে! কী চেহারা! যেন ননীর পুতুল! কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্চে।

কুম্ভ। দেখাচ্চে ভালো—কী জানি সত্যই হোতে পারে।

কৌণ্ডিল্য। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেচে। ভয় হয়, পাছে রোদ্দুর লাগলে গ'লে যায়।

(রাজবেশধারীর প্রবেশ)

সকলে। জয় মহারাজের জয়।

জনার্দ্দন। দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ভ। বড়ো ধাঁধা ঠেকছে, ঠাকুরদাদাকে ডেকে আনি।

[সকলের প্রস্থান

(বিদেশী পথিকদলের প্রবেশ)

মাধব। ওরে রাজা রে রাজা! দেখ্‌বি আয়!

বিরাজদত্ত। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজদত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারো কথায় কান দিইনি—আমি সকলের আগে তোমাকে মেনেছি।

ভদ্রসেন। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—তখনো কাক ডাকেনি—এতক্ষণ ছিলে কোথায়? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন, ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর—এতদিন দর্শন পাইনি, জানাব কা'কে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব।

[রাজবেশীর প্রস্থান

(দেশী পথিকদের প্রবেশ)

কৌণ্ডিল্য। ওরে পিছিয়ে থাকলে চল্‌বে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না।

বিরাজদত্ত। দেখ্‌ দেখ্‌ একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্‌! আমরা এত লোক আছি, সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস কর্‌তে লেগে গেছে!

কৌণ্ডিল্য। তাই তো হে, লোকটার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়!

মাধব। ওকে জোর ক'রে ধ'রে সরিয়ে দিতে হচ্চে—ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি!

কৌণ্ডিল্য। ওহে রাজা কি আর এটুকু বুঝবে না? এযে অতিভক্তি!

বিরাজদত্ত। না হে না—রাজাদের যদি মগজই থাক্‌বে তাহোলে মুকুট থাকবার দরকার কী! ঐ তালপাতার হাওয়া খেয়েই ভুল্‌বে!

[সকলের প্রস্থান

(ঠাকুরদাদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। এখনি এই রাস্তা দিয়েই যে গেল!

ঠাকুরদাদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে!

কুম্ভ। দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদাদা। সেই জন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ায়!

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জ্জি হয়ে থাকে, বলা যায় কি।

ঠাকুরদাদা। বলা যায় রে বলা যায়—আমার রাজার মর্জ্জি বরাবর ঠিক আছে—ঘড়ি-ঘড়ি বদ্‌লায় না!

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা—একেবারে ননীর পুতুলটি! ইচ্ছে করে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া ক'রে রাখি!

ঠাকুরদাদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হোলো? আমার রাজা ননীর পুতুল, আর তুই তাকে ছায়া ক'রে রাখবি!

কুম্ভ। যা বলো দাদা, দেখ্‌তে বড়ো সুন্দর—আজ তো এত লোক জুটেছে অমনটি কাউকে দেখলুম না!

ঠাকুরদাদা। আমার রাজা তোদের চোখেই পড়ত না।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখ্‌তে পেলুম যে গো! লোকে যে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদাদা। বেরিয়েছে বই কী। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুরদাদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তা-ই পায়।

ঠাকুরদাদা। সে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষককেই রাজা ব'লে মনে ক'রে বসে।

[সকলের প্রস্থান

(রাজা বিজয়বর্ম্মা, বিক্রমবাহু ও বসুসেনের প্রবেশ)

বসুসেন। এই উৎসবের রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না?

বিক্রম। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী রকম? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারো কোনো বাধা নেই?

বিজয়। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি ক'রে রাখা উচিত ছিল।

বিক্রম। জোর ক'রে নিজেরা তৈরি ক'রে নেব।

বিজয়। এই সব দেখেই সন্দেহ হয়, এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

বিক্রম। কিন্তু কান্তিকরাজকন্যা সুদর্শনা তো দৃষ্টিগোচর।

বিজয়। তাঁকে দেখা চাই। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠক্‌তে হবে।

বিক্রম। একটা ফন্দী দেখা-ই যাক্ না।

বসুসেন। ফন্দী জিনিষটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আট্‌কা না পড়া যায়।

বিক্রম। এদিকে এরা কারা আস্‌ছে? সং না কি? রাজা সেজেছে।

বিজয়। এ তামাসা এখানকার রাজা সইতে পারে কিন্তু আমরা সইব না তো।

বসুসেন। কোথাকার গ্রাম্যরাজা হোতেও পারে।

(পদাতিকগণের প্রবেশ)

বিক্রম। তোমাদের রাজা কোথাকার?

১ম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[পদাতিকগণের প্রস্থান

বিজয়। এ কী কথা! এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

বসুসেন। তাই তো! তা হোলে এঁকেই দেখে ফিরতে হবে! অন্য দর্শনীয়টা?

বিক্রম। শোনো কেন? এখানে রাজা নেই ব'লেই যে-খুসি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা ব'লে পরিচয় দেয়। দেখ্‌ছ না, যেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ!

বসুসেন। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্চে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

বিক্রম। চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভালো ক'রে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সাম্‌নেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

(রাজবেশী সুবর্ণের প্রবেশ)

সুবর্ণ। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

বিক্রম। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

সুবর্ণ। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অনুগত, এই জন্যই একবার দেখা দিতে এলুম।

বিক্রম। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

সুবর্ণ। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

বিক্রম। সেটা অনুভবেই বুঝেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

সুবর্ণ। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

বিক্রম। আছে বই কী। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

সুবর্ণ। (অনুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও— (রাজগণের প্রতি) এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পারো।

বিক্রম। অসংকোচেই জানাব—তোমারো যেন লেশমাত্র সংকোচ হয় না।

সুবর্ণ। না, সে আশঙ্কা কোরো না।

বিক্রম। এসো তবে—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

সুবর্ণ। বোধ হচ্চে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মন্তটা রাজশিবিরে কিছু মুক্ত হস্তেই বিতরণ করেছে।

বিক্রম। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রায় পড়েছে সেই জন্যেই এখন ধূলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

সুবর্ণ। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

বিক্রম। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত। সেনাপতি !

সুবর্ণ। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনিই নত হচ্চে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধূলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম! অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া ক'রে পালাতে অনুমতি দেন তাহোলে বিলম্ব করব না।

বিক্রম। পালাবে কেন ? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা ক'রে দিচ্চি—পরিহাসটা শেষ ক'রেই যাওয়া যাক্। দলবল কিছু আছে ?

সুবর্ণ। আছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না, তখন সবাই সন্দেহ করছিল—লোক যত বেড়ে গেল, সন্দেহ ততই দূর হোলো। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্চে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্চে না।

বিক্রম। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমায় সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমারও একটা কাজ ক'রে দিতে হবে।

সুবর্ণ। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় ক'রে রাখব।

বিক্রম। আর কিছু চাইনে, রাজকুমারী সুদর্শনাকে দেখ্‌তে চাই— সেইটে তোমাকে ক'রে দিতে হবে।

সুবর্ণ। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

বিক্রম। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নাই, আমাদের বুদ্ধিমতো চল্‌তে হবে। আমার পরামর্শ শোনো, ভুল কোরো না।

সুবর্ণ। ভুল হবে না।

বিক্রম। করভোত্থানের মধ্যেই রাজকুমারী সুদর্শনার প্রাসাদ।

সুবর্ণ। হঁ। মহারাজ।

বিক্রম। সেই উত্থানে আগুন লাগাবে। তার পর অগ্নিদাহের গোল-মালে কাজ সিদ্ধ করব।

সুবর্ণ। অন্যথা হবে না।

বিক্রম। দেখো হে ভণ্ডরাজ, আমরা মিথ্যা সাবধান হচ্চি, এদেশে রাজা নেই।

সুবর্ণ। আমি সেই অরাজকতা দূর করতে বেরিয়েছি, সাধারণের জন্যে সত্য হোক মিথ্যা হোক, একটা রাজা খাড়া করা চাই ; নইলে অনিষ্ট ঘটে। একটা কথা বুঝতে পারছিনে মহারাজ।

বিক্রম। আমার অনেক কথাই তুমি বুঝতে পারবে না। তবু বলো শুনি।

সুবর্ণ। রাজকুমারীর পিতা-মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়ে কন্যাকে যথারীতি প্রার্থনা করুন না।

বিক্রম। সে তো সকলেই করে থাকে। আমি তো সকলের দলে নই। আগুন করবে আমার ঘটকালি, আমি বিপদ ঘটিয়ে বিপদের পারে যাব।

সুবর্ণ। আপনি তো পারে যাবেন মহারাজ, আমি সামান্য লোক, পার পর্য্যন্ত না পৌঁছতেও পারি।

বিক্রম। অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। সামান্য লোক, কাজে লাগবে এই যথেষ্ট, তার পরে থাকবে কি না থাকবে সেটা ভাববার কথাই নয়।—চলো আর বিলম্ব কোরো না।

বিজয়। দেখো দেখো, সেই লোকটা আবার একদল লোক নিয়ে আসছে।

বসুসেন। ও যেন উৎসবের খেয়া পার করছে; নতুন নতুন দলকে দ্বারের কাছ পর্যান্ত পৌঁছে দিচ্চে।

(সদলে ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

বিজয়। কী হে, তুমি-যে কখন কোথা দিয়ে ঘুরে আসছ, তার ঠিকানা পাবার যো নেই।

ঠাকুরদাদা। আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘুরছেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্চেন। কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবার যো কী—শিঙ্গা যে বেজে উঠছে।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥
হাসি-কান্না হীরা-পান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,

নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

[প্রস্থান

বসুসেন। লোকটার মধ্যে কিছু কৌতুক আছে।

বিক্রম। কিন্তু এ সব লোকের কৌতুকে যোগ দেওয়া কিছু নয়—প্রশ্রয় দেওয়া হয়—চলো স'রে যাই।

[রাজাদের প্রস্থান

৩

কুঞ্জ-বাতায়ন

(সুরঙ্গমার গান)

বাহিরে ভুল হান্‌বে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি ?
বিষাদ-বিষে জ্ব'লে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙবে কি ?
রৌদ্রদাহ হোলে সারা
নামবে কি ওর বর্ষাধারা ?
লাজের রাঙা মিটলে, হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি ?
যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে
টানবে না কি ব্যথার টানে ?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল হাওয়া লাগ্‌বে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন
কোনোই বাধা মানবে কি ?

(সুদর্শনার প্রবেশ)

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, ভুল তোরা করতে পারিস্, কিন্তু আমার কখনোই ভুল হোতে পারে না। আমি হব রাণী। ঐ তো আমার রাজা-ই বটে।

সুরঙ্গমা। কা'কে তুমি রাজা বলছ ?

সুদর্শনা। ঐ যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে।

সুরঙ্গমা। ঐ যাঁর পতাকায় কিংশুক আঁকা ?

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, তোর মনে কেন সন্দেহ আস্‌ছে ?

সুরঙ্গমা। ও তোমার রাজা নয়। আমি যে ওকে চিনি।

সুদর্শনা। ও কে ?

সুরঙ্গমা। ও সুবর্ণ। ও জুয়ো খেলে বেড়ায়।

সুদর্শনা। মিথ্যে কথা বল্‌লিস্ নে। সবাই ওকে রাজা বল্‌ছে। তুই বুঝি সকলের চেয়ে বেশি জানিস্ ?

সুরঙ্গমা। ও যে সবাইকে মিথ্যে লোভ দেখাচ্চে, সেই জন্যে সবাই ওর বশ হয়েছে। যখন ভুল ভাঙবে তখন হায় হায় ক'রে মরবে।

সুদর্শনা। তোর বড়ো অহঙ্কার হয়েছে। তুই আমার চেয়ে চিনিস্ ?

সুরঙ্গমা। যদি আমার অহঙ্কার থাক্‌ত, তাহোলে আমি চিন্‌তে পারতুম্ না।

সুদর্শনা। আমি ওকেই মালা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুরঙ্গমা। সে মালা সাপ হয়ে তোমাকে এসে দংশন করবে।

সুদর্শনা। আমাকে অভিসম্পাত? তোর তো আস্পর্দ্ধা কম নয়। যা এখান থেকে চলে, আমি তোর মুখ দেখব না।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

আমার মন আজ এমনই চঞ্চল হয়েছে। এমন তো কোনো-দিন হয় না। সুরঙ্গমা!

(সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুদর্শনা। আমার মালা কি ভুল পথেই গেছে?

সুরঙ্গমা। হাঁ।

সুদর্শনা। আবার সেই একই কথা? আচ্ছা বেশ, ভুল করেছি, বেশ করেছি। তিনি কেন নিজে দেখা দিয়ে ভুল ভাঙিয়ে দেন না? কিন্তু তোর কথা মান্‌ব না। যা আমার কাছ থেকে—মিছিমিছি আমার মনে ধাঁধা লাগিয়ে দিস্‌নে।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার চঞ্চলতার উপরে তুমি কেবলি কটাক্ষপাত কর্‌ছ। স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ ভ'রে গেল যে। প্রতিহারী!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। কী রাজকুমারী।

সুদর্শনা। ঐ যে আম্রবন-বীথিকায় উৎসববালকেরা গান গেয়ে যাচ্চে, ডাক্ ডাক্ ওদের ডেকে নিয়ে আয়। একটু গান শুনি।

[প্রতিহারীর প্রস্থান

(বালকগণের প্রবেশ)

এসো এসো সব মূর্ত্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান। আমার সমস্ত দেহ-মন গান গাইছে, কণ্ঠে আস্‌ছে না। আমার হয়ে তোমরা গাও।

(বালকগণের গান)

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে॥

গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন দিনের বাতাসে।

ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন ক'রে দিলে জুড়ে',
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুন দিনের সকালে॥

সুদর্শনা। হয়েছে হয়েছে, আর না! তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভ'রে আসছে—আমার মনে হচ্চে যা পাবার জিনিষ তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

কুঞ্জদ্বার

(ঠাকুরদাদা ও দেশী পথিকদের প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা। কী ভাই, হোলো তোমাদের?

কৌণ্ডিল্য। খুব হোলো ঠাকুর্দ্দা। এই দেখো না একেবারে লালে লাল ক'রে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদাদা। বলিস্ কী? রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে না কি?

জনার্দ্দন। ওরে বাস্‌রে! কাছে ঘেঁযে কে! তা'রা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল!

ঠাকুরদাদা। হায় হায় বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রং ধরাতে পার্‌লিনে? জোর ক'রে ঢুকে পড়তে হয়।

কুম্ভ। ও দাদা, তাদের রাঙা, সে আরেক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগ্‌ড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গী দেখ্‌লুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদাদা। বেশ করেছিস্ ঘেঁষিস্ নি! পৃথিবীতে ওদের নির্ব্বাসন দণ্ড—ওদের তফাতে রেখে চল্‌তেই হবে।

(বাউলের প্রবেশ ও গান)

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হোলো।
যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল ॥
রাঙা হোলো বসন ভূষণ,
রাঙা হোলো শয়ন স্বপন,
মন হোলো কেমন দেখ্‌রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল !

ঠাকুরদাদা। বেশ ভাই বেশ—খুব খেলা জমেছিল ?

বাউল। খুব্‌ খুব্‌ ! সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে—শাদাই রয়ে গেল !

ঠাকুরদাদা। বাইরে থেকে দেখাচ্চে যেন বড়ো ভালোমানুষ ! ওর শাদা চাদরটা খুলে দেখ্‌তিস্ যদি তাহোলে ওর বিদ্যে ধরা পড়্‌ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রং ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি শাদাই থেকে যাবে ?

গান

আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয় !
বড়ো উতলা আজ পরাণ আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও ?

কেবল তুমিই কি গো এম্‌নি ভাবে
    রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে?
তুমি সাধ ক'রে নাথ ধরা দিয়ে
    আমারো রং বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
    রাঙাবে ঐ উত্তরীয়।

[সকলের প্রস্থান

(সুবর্ণ ও রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ)

সুবর্ণ। এ কী কাণ্ড করেছ রাজা বিক্রমবাহু?

বিক্রম। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চারিদিকে ধরে উঠবে সে আমি মনেও করিনি! এ বাগান থেকে বেরবার পথ কোথায় শীঘ্র ব'লে দাও।

সুবর্ণ। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানিনে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছিনে।

বিক্রম। তুমি তো এদেশেরই লোক—পথ নিশ্চয় জানো।

সুবর্ণ। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করিনি।

বিক্রম। সে আমি বুঝিনে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুক্‌রো ক'রে কেটে ফেল্‌ব।

সুবর্ণ। তাতে প্রাণ বেরবে, পথ বেরবার কোনো উপায় হবে না।

বিক্রম। তবে কেন ব'লে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা?

সুবর্ণ। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড় করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো! আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো! আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো!

বিক্রম। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার ক'রে লাভ কী? ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক্।

সুবর্ণ। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে।

বিক্রম। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

(নেপথ্য হইতে) রক্ষা করো, রক্ষা করো! চারিদিকে আগুন।

বিক্রম। মূঢ় ওঠো, আর দেরি না।

(সুদর্শনার প্রবেশ)

সুদর্শনা। রাজা, রক্ষা করো! আগুনে ঘিরেছে।

সুবর্ণ। কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও?

সুবর্ণ। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড! (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হোক।

[রাজা বিক্রমের সহিত প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব।

(নেপথ্যে) ওদিকে কোথায় যাও! তোমার অন্তঃপুরের চারিদিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না।

(সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুরঙ্গমা। এসো!

সুদর্শনা। কোথায় যাব?

সুরঙ্গমা। ঐ আগুনের ভিতর দিয়েই চলো।

সুদর্শনা। সে কী কথা?

সুরঙ্গমা। আগুনকে বিশ্বাস করো, যাকে বিশ্বাস করেছিলে, এ তার চেয়ে ভালো।

সুদর্শনা। রাজা কোথায়?

সুরঙ্গমা। রাজা-ই আছেন ঐ আগুনের মধ্যে। তিনি সোনাকে পুড়িয়ে নেবেন।

সুদর্শনা। সত্যি বলছিস্?

সুরঙ্গমা। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি, আগুনের ভিতরকার রাস্তা জানি।

[উভয়ের প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

আগুনে হোলো আগুনময়!
জয় আগুনের জয়!
মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে'
এই বেলা সব যাক্ না পুড়ে',
মরণ-মাঝে তোর জীবনের হোক্-রে পরিচয়!

আগুন এবার চল্‌লরে সন্ধানে
কলঙ্ক তোর লুকিয়ে কোথায় প্রাণে।
আড়াল তোমার যাক্‌ না ঘুচে,
লজ্জা তোমার যাক্‌রে মুছে,
চিরদিনের মতো তোমার ছাই হয়ে যাক্‌ ভয়॥

[গানের দলের প্রস্থান

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ)

সুরঙ্গমা। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই—কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ চোখ, আমার সমস্ত হৃদয়-টাকে রাঙা ক'রে রেখেছে।

সুরঙ্গমা। এ দাহ মিট্‌তে সময় লাগ্‌বে।

সুদর্শনা। কোনো দিন মিট্‌বে না, কোনো দিন মিট্‌বে না।

সুরঙ্গমা। হতাশ হোয়ো না! তোমার সাধ তো মিটেছে, আগুনের মধ্যেই তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি এমন সর্ব্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম? কী দেখলুম জানিনে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনো কাঁপছে।

সুরঙ্গমা। কেমন দেখলে?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক! সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়! কালো, কালো! আমার মনে হোলো ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে

সেই আকাশের মতো কালো—ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো।

[প্রস্থান

সুরঙ্গমা। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই এক দিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের ?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব ॥
ভরাব না ভূষণভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
প্রেমকে আমার মালা ক'রে
গলায় তোমার দোলাব ॥
জান্‌বে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচ্‌বে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব ॥

(সুদর্শনার পুনঃপ্রবেশ)

সুদর্শনা। কিন্তু কেন সে আমাকে জোর ক'রে পথ আটকায় না ? কেশের

গুচ্ছ ধ'রে কেন সে আমাকে টেনে রেখে দেয় না ? আমাকে কিছু সে বল্‌ছে না, সেই জন্যেই আরো অসহ্য বোধ হচ্চে।

সুরঙ্গমা। রাজা কিছু বল্‌ছে না, কে তোমাকে বল্‌লে ?

সুদর্শনা। অমন ক'রে নয়, চীৎকার ক'রে বজ্রগর্জ্জনে—আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে। রাজা, আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিও না, যেতে দিও না !

সুরঙ্গমা। ছেড়ে দেবেন, কিন্তু যেতে দেবেন কেন ?

সুদর্শনা। যেতে দেবেন না ? আমি যাবই।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা যাও !

সুদর্শনা। আমার দোষ নেই। আমাকে জোর ক'রে তিনি ধ'রে রাখ্‌তে পারতেন কিন্তু রাখ্‌লেন না। আমাকে বাঁধ্‌লেন না—আমি চল্‌লুম। এইবার তাঁর প্রহরীদের হুকুম দিন, আমাকে ঠেকাক্।

সুরঙ্গমা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও !

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠ্‌ছে—এবার নোঙর ছিঁড়ল ! হয়তো ডুব্‌ব কিন্তু আর ফিরব না।

[দ্রুত প্রস্থান

৪

রাজপথ

(নাগরিক দলের প্রবেশ)

প্রথম। এটি ঘটালেন আমাদের রাজকন্যা সুদর্শনা।

দ্বিতীয়। সকল সর্ব্বনাশের মূলেই স্ত্রীলোক আছে। বেদেই তো আছে,—কী আছে বলো না হে বটুকেশ্বর? তুমি বামুনের ছেলে।

তৃতীয়। আছে আছে বৈ কী। বেদে যা খুঁজবে, তাই পাওয়া যাবে—অষ্টাবক্র বলেছেন, নারীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ শৃঙ্গিনাং শস্ত্রপাণিনাং—অর্থাৎ কি না—

দ্বিতীয়। আরে বুঝেছি বুঝেছি—আমি থাকি তর্করত্ন পাড়ায়,—অনুস্বার বিসর্গের একটা ফোঁটা আমার কাছে এড়াবার জো নেই।

প্রথম। আমাদের এ হোলো যেন কলির রামায়ণ। কোথা থেকে ঘরে ঢুকে পড়ল দশমুণ্ড রাবণ, আচম্‌কা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিল।

তৃতীয়। যুদ্ধের হাওয়া তো চলছে, এ দিকে রাজকন্যা যে কোথায় অদর্শন হয়েছেন কেউ খোঁজ পায় না। মহারাজ তো বন্দী, এদিকে কে যে লড়াই চালাচ্চে তারও কোনো ঠিকানা নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু আমি ভাবছি, এখন আমাদের উপায় কী? আমাদের ছিল এক রাজা এখন সাতটা হোতে চল্‌ল, বেদে পুরাণে কোথাও তো এর তুলনা মেলে না।

প্রথম। মেলে বই কী—পঞ্চ পাণ্ডবের কথা ভেবে দেখো।

তৃতীয়। আরে সে হোলো পঞ্চপতি—

প্রথম। একই কথা! তা'রা হোলো পতি, এরা হোলো নৃপতি। কোনোটাই বাড়াবাড়ি সুবিধে নয়।

তৃতীয়। আমাদের পাঁচকড়ি একেবারে বেদব্যাস হয়ে উঠ্‌ল হে—রামায়ণ মহাভারত ছাড়া কথাই কয় না!

দ্বিতীয়। তোরা তো রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পথের মধ্যে আসর জমিয়েছিস, এদিকে আমাদের নিজের কুরুক্ষেত্রে কী ঘট্‌ছে খবর কেউ রাখিস নে।

প্রথম। ওরে বাবা—সেখানে যাবে কে? খবর যখন আসবে তখন ঘাড়ের উপর এসে আপনি পড়বে—জান্‌তে বাকি থাক্‌বে না।

দ্বিতীয়। ভয় কিসের রে?

প্রথম। তা তো সত্যি। তুমি যাও না।

তৃতীয়। আচ্ছা, চলো না ধনঞ্জয়ের ওখানে। সে সব খবর জানে।

দ্বিতীয়। না জান্‌লেও বানিয়ে দিতে জানে।

[সকলের প্রস্থান

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুদর্শনা। একদিন আমাকে সকলে সৌভাগ্যবতী বল্‌ত, আমি যেখানে

যেতুম সেখানেই ঐশ্বর্য্যের আলো জ্বলে উঠত। আজ আমি এ কী অকল্যাণ সঙ্গে ক'রে এনেছি! তাই আমি ঘর ছেড়ে পথে এলুম।

সুরঙ্গমা। মা, যতক্ষণ না সেই রাজার ঘরে পৌঁছবে ততক্ষণ তো পথই বন্ধু।

সুদর্শনা। চুপ কর্, চুপ কর্, তার কথা আর বলিস্‌নে।

সুরঙ্গমা। তুমি যে তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছ।

সুদর্শনা। কখনোই না।

সুরঙ্গমা। কার উপরে রাগ করছ মা!

সুদর্শনা। আমি তার নাম করতেও চাই নে।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা, নাম কোরো না, তাঁর সবুর সইবে।

সুদর্শনা। আমি পথে বেরলুম, সঙ্গে সে এল না?

সুরঙ্গমা। সমস্ত পথ জুড়ে' আছেন তিনি।

সুদর্শনা। একবার বারণও করলে না? চুপ ক'রে রইলি যে? বল্ না, তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার?

সুরঙ্গমা। সে তো সবাই জানে, আমার রাজা নিষ্ঠুর। তাঁকে কি কেউ কোনো দিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই এমন দিন-রাত ডাকিস কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এমনি পর্ব্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে। আমার দুঃখ আমার থাক্, সেই কঠিনেরই জয় হোক!

[সুদর্শনার প্রস্থান

(সুরঙ্গমার গান)

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে
করেছে নিষ্ঠুর।
তুমি ব'সে থাকৃতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরাণ মাঝে এমন কঠিন সুর ॥
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি' দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

(রাজা বিক্রম ও সুবর্ণের প্রবেশ)

বিক্রম। কে যে বল্লে সুদর্শনা এই পথ দিয়ে পালিয়েছে। যুদ্ধে তার বাপকে বন্দী করা মিথ্যে হবে যদি সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

সুবর্ণ। পালিয়ে যদি গিয়ে থাকে, তাহোলে তো বিপদ কেটে গেছে। এখন ক্ষান্ত হোন।

বিক্রম। কেন বলো তো ?

সুবর্ণ। দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

বিক্রম। তাই যদি না হবে, তবে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী?

সুবর্ণ। কান্তিকরাজকে ভয় না করলেও চলে কিন্তু—

বিক্রম। ঐ কিন্তুটাকে ভয় করতে সুরু করলে জগতে টেকা দায় হয়।

সুবর্ণ। মহারাজ, ঐ কিন্তুটাকে না হয় মন থেকে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু ওযে বাইরে থেকেই হঠাৎ উড়ে এসে দেখা দেয়। ভেবে দেখুন না, বাগানে কী কাণ্ডটা হোলো। খুব ক'রেই আট-ঘাট বেঁধেছিলেন, তার মধ্যে কোথা থেকে অগ্নিমূর্ত্তি ধ'রে ঢুকে পড়ল একটা কিন্তু।

(বসুসেন ও বিজয়বর্ম্মার প্রবেশ)

বসুসেন। অন্তঃপুর ঘুরে এলুম, কোথাও তো তাকে পাওয়া গেল না। দৈবজ্ঞ যে বলেছিল, আমাদের যাত্রা শুভ, সেটা বুঝি মিথ্যা হোলো।

বিজয়। পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়াতেই হয়তো শুভ, কে বলতে পারে?

বিক্রম। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ।

বসুসেন। এ কী! ভূমিকম্প না কি!

বিক্রম। ভূমিই কাঁপছে বটে, কিন্তু তাই ব'লে পা কাঁপতে দেওয়া হবে না।

বসুসেন। এটা দুর্লক্ষণ।

বিক্রম। কোনো লক্ষণই দুর্লক্ষণ নয়, যদি সঙ্গে ভয় না থাকে।

বসুসেন। দৃষ্ট কিছুকে ভয় করিনে কিন্তু অদৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে লড়াই চলে না।

বিক্রম। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়েই আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে খুবই লড়াই চলে।

(দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ! সৈন্যরা প্রায় সকলে পালিয়েছে।

বিক্রম। কেন?

দূত। তাদের মধ্যে অকারণে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকে গেল—কাউকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্চে না।

বিক্রম। আচ্ছা, তাদের ফিরিয়ে আন্‌ছি। যুদ্ধের পর হারা চলে কিন্তু যুদ্ধের আগে হার মান্‌তে পারব না।

[বিক্রমবাহু ও দূতের প্রস্থান

বিজয়। যার জন্য যুদ্ধ সেও পালায়, যাদের নিয়ে যুদ্ধ তারাও পালায়, এখন আমাদেরই কি পালানো দোষের?

বসুসেন। মনে ধাঁধা লেগেছে, কিন্তু স্থির করতে পারছিনে।

[উভয়ের প্রস্থান

(সুরঙ্গমার প্রবেশ)

গান

বসন্ত, তোর শেষ ক'রে দে রঙ্গ,
—ফুল ফোটাবার ক্ষ্যাপামী তার
উদ্দাম তরঙ্গ ॥
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার
পথহারা বিহঙ্গ ॥

সাধের মুকুল কতই পড়্‌ল ঝ'রে
তা'রা ধূলা হোলো, ধূলা দিল ভ'রে।
প্রখর তাপে জরো-জরো
ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার
এই বেলা হোক ভঙ্গ ॥

(সুদর্শনার প্রবেশ)

সুদর্শনা। এ কী হোলো? ঘুরে ফিরে সেই একই জায়গায় এসে পড়ছি। ঐ যে গোলমাল শোনা যাচ্চে, মনে হচ্চে আমার চারদিকেই যুদ্ধ চল্‌ছে। ঐ যে আকাশ ধুলোয় অন্ধকার। আমি কি এই ঘূর্ণি ধুলোর সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তকাল ঘুরে বেড়াব? এর থেকে বেরই কেমন ক'রে?

সুরঙ্গমা। তুমি যে কেবল চলে যেতেই চাচ্চ, ফিরতে চাচ্চ না, সেই জন্য কোথাও পৌঁছতে পাচ্চ না।

সুদর্শনা। কোথায় ফেরবার কথা তুই বলছিস্‌?

সুরঙ্গমা। আমাদের রাজার কাছে। আমি ব'লে রাখ্‌ছি, যে পথ তাঁর কাছে না নিয়ে যাবে সে পথের অন্ত পাবে না কোথাও।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সুদর্শনা। কে তুমি?

সৈনিক। আমি নগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারী।

সুদর্শনা। শীঘ্র বলো সেখানকার খবর কী?

সৈনিক। মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

সুদর্শনা। কে বন্দী হয়েছেন ?

সৈনিক। আপনার পিতা।

সুদর্শনা। আমার পিতা! কার বন্দী হয়েছেন ?

সৈনিক। রাজা বিক্রমবাহুর।

[সৈনিকের প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা, রাজা, দুঃখ তো আমি সইতে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলেম, কিন্তু আমার দুঃখ চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কেন ? যে আগুন আমার বাগানে লেগেছিল সেই আগুন কি আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে চলেছি ? আমার পিতা তোমার কাছে কী দোষ করেছেন ?

সুরঙ্গমা। আমরা-যে কেউ একলা নই। ভালো মন্দ সবাইকেই ভাগ ক'রে নিতে হয়। সেই জন্যেই তো ভয়, একলার জন্যে ভয় কিসের ?

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমা। কী রাজকুমারী!

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তাহোলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারতেন ?

সুরঙ্গমা। আমাকে কেন বলছ ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে ? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি ক'রে দেবেন যে কারো কিছু বুঝতে বাকি থাক্‌বে না।

সুদর্শনা। রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি তুমি আস্‌তে, তাহোলে তোমার যশ বাড়ত বই কম্‌ত না।

(প্রস্থানোদ্যম)

সুরঙ্গমা। কোথায় যাচ্চ ?

সুদর্শনা। রাজা বিক্রমের শিবিরে। আমাকে বন্দী করুন তিনি, আমার পিতাকে ছেড়ে দিন। আমি নিজেকে যতদূর নত করতে পারি করব, দেখি কোথায় এসে ঠেক্‌লে তাঁর রাজার সিংহাসন নড়ে।

[উভয়ের প্রস্থান

(বসুসেন ও বিজয়বর্ম্মার প্রবেশ)

বসুসেন। যুদ্ধের আরম্ভেই যুদ্ধ শেষ হয়ে আছে, ভাঙা সৈন্য কুড়িয়ে এনে কখনো লড়াই চলে ?

বিজয়। বিক্রমবাহুকে কিছুতেই ফেরাতে পারলুম না।

বসুসেন। সে আত্মবিনাশের নেশায় উন্মত্ত।

বিজয়। কিন্তু কে আমাকে বল্‌লে, রণক্ষেত্রে সে যেমনি গিয়ে পৌঁচেছে অমনি তার বুকে লেগেছে ঘা। এতক্ষণে তার কী হোলো কিছুই বলা যায় না।

বসুসেন। আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে অদ্ভুত ঠেক্‌ছে যে, আমরা আয়োজন করলুম কত দিন থেকে, সমারোহ হোলো ঢের, কিন্তু শেষ হবার বেলায় এক পলকেই কী-যে হয়ে গেল ভালো বুঝতে পারা গেল না।

বিজয়। রাত্রির সমস্ত তারা যেমন প্রভাত-সূর্য্যের এক কটাক্ষেই নিবে যায়।

বসুসেন। এখন চলো।

বিজয়। কোথায় ?

বসুসেন। ধরা দিতে।

বিজয়। ধরা দিতে, না পালাতে ?

বসুসেন। পালানোর চেয়ে ধরা দেওয়া সহজ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান

(সুরঙ্গমার প্রবেশ)

গান

এখনো গেল না আঁধার,
এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণ-ব্রত
জীবনে হোলো না সাধা॥
কবে যে দুঃখ জ্বালা
হবে-রে বিজয় মালা,
ঝলিবে অরুণ রাগে
নিশীথ রাতের কাঁদা !
এখনো নিজেরি ছায়া
রচিছে কত-যে মায়া।
এখনো কেন যে মিছে
চাহিছে কেবলি পিছে,
চকিতে বিজলি আলো
চোখেতে লাগাল ধাঁধা॥

(সুদর্শনার প্রবেশ)

সুরঙ্গমা। এ লজ্জা কাটবে।

সুদর্শনা। কাটবে বৈ কী সুরঙ্গমা—সমস্ত পৃথিবীর কাছে আমার নীচু হবার দিন এসেছে। কিন্তু কই রাজা এখনো কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরো কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন?

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি, আমার রাজা নিষ্ঠুর—বড়ো নিষ্ঠুর!

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তুই যা, একবার তাঁর খবর নিয়ে আয়গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানিনে। ঠাকুরদাদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

সুদর্শনা। হায় কপাল, লোককে ডেকে ডেকে তাঁর খবর নিতে হবে আমার এমন দশা হয়েছে!—না, না, দুঃখ করব না—যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে—ভালোই হয়েছে—কিছু অন্যায় হয় নি।

(ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু—আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্ব্বাদ করো।

ঠাকুরদাদা। করো কী, করো কী! আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করিনে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও—আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন?

ঠাকুরদাদা। ঐ তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে! আমার বন্ধুর ভাব-

গতিক কিছুই বুঝিনে, তার আর বলব কী? যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল,—তিনি যে কোথায় তার কোনো সন্ধান নেই!

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন?

ঠাকুরদাদা। সাড়া শব্দ তো কিছুই পাইনে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন? তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু!

ঠাকুরদাদা। সেই জন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহও করে! কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন? ওরে, ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন! একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র! সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলেছি—বুক ফেটে গেল—কিন্তু নড়ল না! ঠাকুরদাদা এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী ক'রে?

ঠাকুরদাদা। চিনে নিয়েছি যে—সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও কি সে চিন্‌তে দেবে না?

ঠাকুরদাদা। দেবে বই কী? নইলে এত দুঃখ দিচ্চে কেন? ভালো ক'রে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়!

সুদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখব তার কত বড়ো নিষ্ঠুরতা। পথের ধারে আমি চুপ ক'রে পড়ে থাক্‌ব—এক পা-ও নড়ব না—দেখি সে কেমন না আসে!

ঠাকুরদাদা। দিদি তোমার বয়স অল্প—জেদ ক'রে অনেকদিন প'ড়ে থাকতে পারো—কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত্ত গেলেও লোকসান হয়! পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরব।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। চাইনে, তাকে চাইনে! সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে চাইনে! কিসের জন্য সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তাহোলে এমন ক'রে দেখাতেন কারো আর সন্দেহ থাকত না। দেখান আর কই?

সুদর্শনা। যা যা চলে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্চে! এত নত করলে তবু সাধ মিটল না? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল? [উভয়ের প্রস্থান

(নাগরিক দলের প্রবেশ)

১ম। ওহে এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাসা হবে—কিন্তু দেখতে দেখতে কী-যে হয়ে গেল, বোঝা-ই গেল না।

২য়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল লেগে গেল, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

৩য়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছতে চায় —কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিকে যায়, এ'কে কি আর যুদ্ধ বলে? কিন্তু লড়েছিল রাজা বিক্রমবাহু, সে কথা বলতেই হবে।

১ম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

২য়। শেষকালে অস্ত্রটা তার বুকে এসে লাগল।

৩য়। সে যে পদে পদেই হারছিল, তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

১ম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল, তার ঠিক নেই।

[সকলের প্রস্থান

(অন্যদলের প্রবেশ)

১ম। শুনেছি বিক্রমবাহু মরেনি।

৩য়। না, কিন্তু বিক্রমবাহুর বিচারটা কী রকম হোলো ?

২য়। শুনেছি বিচারকর্ত্তা স্বহস্তে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

৩য়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

২য়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্চে!

১ম। তা তো বটেই! অপরাধ যা কিছু করেছে, সে তো ঐ বিক্রমবাহুই।

২য়। আমি যদি বিচারক হতুম, তাহোলে কি আর আস্ত রাখতুম ? ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না!

৩য়। কী জানি, বিচারকর্ত্তাকে দেখিনে, তার বুদ্ধিটাও দেখা যায় না।

১ম। ওদের বুদ্ধি ব'লে কিছু আছে কি! এর মধ্যে সবই মর্জ্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

২য়। যা বলিস্ ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়্‌ত, তাহোলে এর চেয়ে ঢের ভালো ক'বে চালাতে পারতুম।

৩য়। সে কি একবার ক'রে বলতে।

[সকলের প্রস্থান

(ঠাকুরদাদা ও বিক্রমবাহুর প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা। একী বিক্রমরাজ, তুমি পথে যে!

বিক্রম। তোমার রাজা আমাকে পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদাদা। ঐ তো তার স্বভাব!

বিক্রম। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদাদা। সেও তার এক কৌতুক।

বিক্রম। কিন্তু আমাকে এমন ক'রে আর কত দিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা ব'লে মানতেই চাইনি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্ত্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার ক'রে দিলে আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে ঘুরে বেড়াচ্চি, তার আর দেখা-ই নেই।

ঠাকুরদাদা। তা হোক, সে যত বড়ো রাজা-ই হোক্ হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন, রাত্রে বেরিয়েচ যে।

বিক্রম। ঐ লজ্জাটুকু এখনো ছাড়তে পারিনি। রাজা বিক্রম থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্চে, এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তাহোলে যে তা'রা হাস্‌বে।

ঠাকুরদাদা। লোকের ঐ দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে!

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদাদা, তুমিও পথে যে!

ঠাকুরদাদা। আমিও সর্ব্বনাশের পথ চেয়ে আছি।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্ব্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়॥

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদাদা, যে ধরা দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী বলো।

ঠাকুরদাদা। তার কাছে ধরা দিলে এক সঙ্গেই ধরা-ও দেওয়া হয় ছাড়া-ও পাওয়া যায়।

যে জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়!

[উভয়ের প্রস্থান

(সুরঙ্গমার প্রবেশ)

গান

পথের সাথী, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহো নমস্কার ॥
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি
ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহো নমস্কার ॥

ওগো নব প্রভাত-জ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নব আশার লহো নমস্কার।
জীবনরথের হে সারথী,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহো নমস্কার ॥

(সুদর্শনার প্রবেশ)

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা! হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাসরে! কী কঠিন অভিমান! কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তার কাছে যাব, এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না! সমস্ত রাতটা পথে প'ড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি—দক্ষিণে হাওয়া বুকের বেদনার মতো হুহু ক'রে বয়েছে, আর কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর অন্ধকারে বউ-কথা-কও চার পহর রাত কেবলি ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না!

সুরঙ্গমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না!

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবিনে, তারি মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় যেন তা'র বীণা বাজছে। যে নিষ্ঠুর, তা'র কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে? বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল—কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না! সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা? না, সে আমার স্বপ্ন?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব ব'লেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে প'ড়ে ছিলুম।

[উভয়ের প্রস্থান

(গানের দলের প্রবেশ)

গান

আমার অভিমানের বদলে আজ

নেব তোমার মালা।

আজ নিশিশেষে শেষ ক'রে দিই
চোখের জলের পালা ॥
আমার কঠিন হৃদয়টারে
ফেলে দিলেম পথের ধারে,
তোমার চরণ দেবে তা'রে মধুর
পরশ পাষাণ-গালা ॥
ছিল আমার আঁধারখানি,
তা'রে তুমিই নিলে টানি',
তোমার প্রেম এল যে আগুন হয়ে
করল তা'রে আলা।
সেই যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়ে দামী
তা'রে উজাড় ক'রে সাজিয়ে দিলেম
তোমার বরণ-ডালা ॥

[প্রস্থান

(সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ)

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হোলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করিনি। বল্‌ব চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি! এ গর্ব্ব আমি ছাড়ব না।!

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্ব্বও তোমার টিঁকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বার করে কার সাধ্য!

সুদর্শনা। তা হয়-তো এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি। যতক্ষণ অভিমান ক'রে ব'সে ছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনি মনে হোলো সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া সুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্চে—এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠ্‌চে—এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুক্‌নো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকারের মধ্যে যেমন ক'রে হাত ধরতেন—হঠাৎ চম্‌কে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত—এও সেই রকম। কে বল্‌লে, তিনি নেই—সুরঙ্গমা, তুই কি বুঝতে পারচিস্‌নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন?

(সুরঙ্গমার গান)

আমার আর হবে না দেরি,
আমি শুনেছি ঐ বাজে তোমার ভেরী।
তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ
আমার যাবার পথে,
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি॥

আমার স্বপন হোলো সারা
এখন প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা।
দেবার মতো যা ছিল মোর
নাই কিছু আর হাতে
তোমার আশীর্ব্বাদের মালা
নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি'॥

সুদর্শনা। ও কে ও! চেয়ে দেখ্ সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধারে পথে আরো একজন পথিক বেরিয়েছে যে!

সুরঙ্গমা। মা, এ যে বিক্রম রাজা দেখছি।

সুদর্শনা। বিক্রম রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভয়! ভয় কেন করব? ভয়ের দিন আমার আর নেই।

(রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ)

বিক্রম। তুমিও চলেছ বুঝি! আমিও এই এক পথেরই পথিক! আমাকে কিছুমাত্র ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে বিক্রমরাজ—আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশা-পাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল—আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভ যোগ হয়ে উঠ্‌বে তা আগে কে মনে করতে পারত!

বিক্রম। কিন্তু তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায়

না। যদি অনুমতি করো তাহোলে এখনি রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না, না অমন কথা বোলো না—যে পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি, সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে ক'রে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলোয়। এ পথে তো হাতি ঘোড়া রথ কারো দেখিনি।

সুদর্শনা। যখন প্রাসাদে ছিলুম তখন কেবল সোনারূপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চ'লে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব! আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্চে, এ সুখের খবর কে জানত!

সুরঙ্গমা। ঐ দেখো, পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখো ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই—তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্চে।

(ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

ঠাকুরদাদা। ভোর হোলো, দিদি, ভোর হোলো।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্ব্বাদে পৌঁচেছি।

ঠাকুরদাদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই!

সুদর্শনা। বলো কী, সমারোহ নেই? ঐ যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ!

ঠাকুরদাদা। তা হোক্, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হোক্ আমরা তো তেমন কঠিন হোতে পারিনে—আমাদের যে ব্যথা লাগে! এই

দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্চ, এ কি আমরা সহ্য করতে পারি ? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার জন্যে রাণীর বেশ নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না, না, না! সে বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন—সবার সাম্‌নে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নিচে।

ঠাকুরদাদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে, সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক্—তারা আমার গায়ে ধূলো দিক! আজকের দিনের অভিসারে সেই ধূলোই আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদাদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক—ফুলের রেণু এখন থাক্, দক্ষিণে হাওয়ায় এবার ধূলো উড়িয়ে দিক্! সকলে মিলে' আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব! গিয়ে দেখ্‌ব তাঁর গায়েও ধূলো মাখা। তাঁকে বুঝি কেউ ছাড়ে, মনে করছ? যে পায় তাঁর গায়ে মুঠো মুঠো ধূলো দেয় যে!

বিক্রম। ঠাকুর্দ্দা, তোমাদের এই ধূলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না! আমার এই রাজবেশটাকে এম্‌নি মাটি ক'রে নিয়ে যেতে হবে যাতে এ'কে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদাদা। সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে—এখন দেখতে দেখতে রং ফিরে যাবে। আর এই আমাদের রাণীকে দেখো, ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল—মনে করেছিল গয়না ফেলে

দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে, কিন্তু সে রূপ অপমানের আঘাতে আরো ফুটে পড়েছে—সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তা'র বক্ষের অলঙ্কার। সেই রূপ আপন গর্ব্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে—আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে, তাই শোন্‌বার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।

সুরঙ্গমা। ঐ যে সূর্য্য উঠ্‌ল! [সকলের প্রস্থান

গান

ভোর হোলো বিভাবরী, পথ হোলো অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান॥
ধন্য হলি ওরে পান্থ
রজনী-জাগর-ক্লান্ত,
ধন্য হোলো মরি মরি ধূলায় ধূসর প্রাণ॥
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে;
মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হোলো তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা,
লজ্জা ভয় গেল ঝরি',
ঘুচিল রে অভিমান॥

অন্ধকার ঘর

সুদর্শনা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না; আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন ক'রে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারি মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সে-ও অনুপম।

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হোলো। এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো—আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম ক'রে নিই।

[প্রস্থান

গান

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি' হৃদয়মাঝে ॥
ভুবন আমার ভরিল সুরে,
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥
হাতে পাওয়ার চোখে চাওয়ার সকল বাঁধন,
গেল কেটে আজ সফল হোলো সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া
সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া,
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে ॥